ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন

বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায়

Destiny Group

ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

শরনখোলা, বাগেরহাট
শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

বাণী

ড. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র'র উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডেসটিনি গ্রুপের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশকে কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। সরকার ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী জোরদার করে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় সহনীয় বাড়ি নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

দেশের উপকূলীয় এলাকা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ অঞ্চলের জনগণের জানমাল রক্ষায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সরকারের সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবন এলাকায় শরণখোলা উপজেলার তাফালবাড়ীতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ডেসটিনি'র মডেল আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সরকারের ঝুঁকিহ্রাস, কর্মসূচীতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজের অন্যান্য সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণে এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি ডেসটিনি কর্তৃপক্ষ আগামীতে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি ডেসটিনি গ্রুপের এ মহতী উদ্যোগের জন্য আবারও অভিনন্দন জানাই এবং এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

(ড. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

বাণী

লেঃ জেনারেল এম. হারুন-অর-রশিদ, বিপি (অবঃ)
চেয়ারম্যান
ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন

আবহমান কাল হতে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো ও কালবৈশাখী বাংলাদেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আসছে। প্রকৃতির বৈরী আচরনে মানুষ অসহায় হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে ডেসটিনি গ্রুপের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ঘুর্ণিদুর্গত বাগেরহাটের শরনখোলায় ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নবনির্মিত ডেসটিনি আশ্রয় কেন্দ্র জলোচ্ছ্বাস ও ঘুর্ণিদুর্গত বাগেরহাটের উপকুলীয় এলাকায় মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীতে আরো আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে উপকূলীয় এলাকায় সিডর ও আইল্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এবং অবর্ণনীয় দুর্ভোগ লাঘবে সহায়তা করবে।

ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্ভোধন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

লে. জেনারেল এম. হারুন-অর-রশিদ, বীর প্রতীক (অব.)

বাণী

মোহাম্মদ হোসাইন
ভাইস চেয়ারম্যান
ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবন এলাকা হিসেবে পরিচিত বাগেরহাটের শরনখোলায় ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নির্মিত ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ভোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্যোগকালীণ 'আশ্রয় কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সারাবছর ঘুর্ণি ও জলোচ্ছ্বাস বিধৌত শরনখোলার ১৬টি অসহায় পরিবার ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার সুযোগ পাবে। সীমিত পরিসরে হলেও এ উদ্যোগে সামিল হতে পেরে ডেসটিনি নিজেদের ধন্য মনে করছে।

আমি মনে করি, দুর্যোগে জানমালের ক্ষক্ষতি কমানোর জন্য এ ধরনের গণমুখী উদ্যোগ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। সমাজের বিত্তবানসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসলে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কড়ালগ্রাস থেকে উপকুলীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সহজ হবে।

(মোহাম্মদ হোসাইন)

বাণী

বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চল শরনখোলার তাফালবাড়ীতে ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং নির্বাচিত দুঃস্থ পরিবারের মাঝে অস্থায়ী ভিত্তিতে ফ্ল্যাট হস্তান্তর উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ডেসটিনির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ডেসটিনি বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম। বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে ডেসটিনি দিন দিন যেমন ব্যবসায় প্রসার ঘটিয়ে চলেছে তেমনই সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশন ডেসটিনি গ্রুপের একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে ছাত্রবৃত্তি, দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ, গরীব ও অসহায় মানুষের চিকিৎসায় সহায়তা সহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের মত ব্যয় বহুল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডেসটিনি দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে।

আমি আশা করি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ডিজিটাল ২০২১ বাস্তবায়নে ডেসটিনি আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি ডেসটিনির উত্তোরত্তোর উন্নতি এবং ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

(বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান)

নবনির্মিত ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, শরনখোলা

এক নজরে ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

জায়গার পরিমাণ	ঃ	৩৯ শতাংশ
নির্মিত ভবন	ঃ	২টি (প্রতিটি ৬ তলা)
হস্তান্তরযোগ্য ফ্ল্যাট	ঃ	১৬টি (১৬টি পরিবার)
উন্মুক্ত ফ্লোর	ঃ	২টি (প্রতিটি ৯০০ বর্গফুট)
নির্মাণ ব্যয়	ঃ	২,৯৫,৯৮,২৮০/- টাকা
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	ঃ	ডেসটিনি ডেভলপার্স লিঃ
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ
কাজ আরম্ভ	ঃ	১২ মে, ২০১০ইং
শুভ উদ্বোধন	ঃ	১৪ জানুয়ারি, ২০১২ইং

ডেসটিনি দূর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ১২ মে, ২০১০

বাণী

ইঞ্জিঃ শেখ তৈয়েবুর রহমান
পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)
ডেসটিনি গ্রুপ

বাগেরহাটের শরণখোলায় ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্মিত ডেসটিনি দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে ডেসটিনি গ্রুপের সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ অবদান। দুটি ৬তলা বিশিষ্ট ভবন নিয়ে গড়ে ওঠা এই আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে সিডর/আইল্যায় বিধ্বস্থ বাগেরহাটের উপকুলীয় দুঃস্থ মানুষের এক আশ্রয়স্থল। ডেসটিনি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি ডেভলপার্স লিঃ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ ১৯ মাসে আশ্রয়কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করেছে। ইতিমধ্যে সারাবছর এই ভবনে থাকার জন্য ১৬টি দুঃস্থ পরিবারের তালিকা করা হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি, ২০১২ আশ্রয় কেন্দ্র উদ্বোধনের পরই অস্থায়ীভাবে এই ভবনে তারা বসবাসের অনুমতি পাবে।

ডেসটিনি গ্রুপের এই মহতী উদ্যোগ উপকূলীয় মানুষের পাশাপাশি আপামর জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও ডেসটিনির এ ধরনের কল্যাণমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে।

(ইঞ্জিঃ শেখ তৈয়েবুর রহমান)

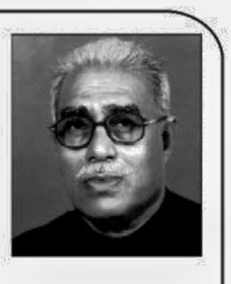

বাণী

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি করপোরেশন

ডেসটিনি গ্রুপের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের আওতায় বাগেরহাটের শরণখোলায় 'ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র' এর শুভ উদ্বোধন ও দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে অস্থায়ীভাবে ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি স্মরনীয় করে রাখতে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

দেশের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং জগতের অন্যতম সংস্থা ডেসটিনি-২০০০ লিঃ আজ এক পরিচিত নাম। বাণিজ্যিক প্রসারতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপর বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও জলোচ্ছ্বাস 'আইল্যা'য় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ বাগেরহাট জেলার শরণখোলা এলাকার ক্ষয়ক্ষতি আজো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের জন্য সংস্থা কর্তৃক দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর 'মানুষ মানুষের জন্য'-এ মহান বাণীর সত্যতাই প্রমাণ করে।

আমি প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে ডেসটিনি'র এ মহতী কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য সংস্থা ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

(তালুকদার আব্দুল খালেক)

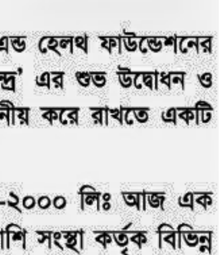

বাণী

মোহাম্মদ গোফরানুল হক
সেক্রেটারী
ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন

'বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায়' এই মূল প্রতিপাদ্যকে ধারন করে এবং কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) অংশ হিসেবে ডেসটিনি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলা হয়েছে ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বঞ্চিত ও দুর্যোগে দুর্বিপাকে বিপদগ্রস্থ মানুষের একের পর এক কল্যাণ করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। নানা অস্থায়ী কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি দুর্গত মানুষের কল্যাণে স্থায়ী কিছু করার সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাগেরহাটের শরনখোলায় নির্মাণ করা হয়েছে ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র।

আমি বিশ্বাস করি, ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের ভিন্নধর্মী ও গণমুখী আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্যোগ ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত বাগেরহাটের উপকুলীয় মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কিছুটা হলেও সহায়ক হবে। এ উদ্যোগ একদিকে সরকারের ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির সহায়ক হবে; অন্যদিকে বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহনে অনুপ্রানিত করবে।

ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্ভোধন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(মোহাম্মদ গোফরানুল হক)

বাণী

মোহাম্মদ রফিকুল আমীন
ট্রেজারার
ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন

জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিদূর্গত বাগেরহাট জেলার শরণখোলার তাফালবাড়ীতে নিজস্ব মালিকানাধীন ৩৯ শতাংশ জায়গার উপর ৬তলা দুটি গোলাকার ভবন নিয়ে নির্মিত হয়েছে ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র। ডেসটিনি গ্রুপের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি এডুকেশন এন্ড হেল্‌থ ফাউন্ডেশন ২,৯৫,৯৮,২৮০/- (দুই কোটি পঁচানব্বই লাখ আটানব্বই হাজার দুইশত আশি) টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেছে। ১৪ জানুয়ারী, ২০১২ আনুষ্ঠানিকভাবে ডেসটিনি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রটি উদ্বোধন হচ্ছে এবং নির্মিত ভবন দুটির ২য় হতে ৫ম তলা পর্যন্ত ১৬টি ফ্ল্যাট ঘূর্ণিদুর্গত দুঃস্থ ১৬টি পরিবারের বসবাসের জন্য হস্তান্তর হবে। ৬ষ্ঠ তলা খোলা রাখা হয়েছে যাতে দূর্যোগকালীন সময়ে সর্বস্তরের মানুষ এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারেন।

দেশের শীর্ষ স্থানীয় ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানী ডেসটিনি-২০০০ লিঃ তথা ডেসটিনি গ্রুপ কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) আওতায় ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ডেসটিনি গ্রুপ সিএসআর কর্মসূচির আওতায় ভবিষ্যতেও নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের পাশাপাশি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের পাশে থাকবে।

মোহাম্মদ রফিকুল আমীন